R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা-পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট •
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬২শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
২১শে মে, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ফরাক্কা প্রকল্পে কাউকে ছাঁটাই করা হবে না : বাবুজী

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা ব্যারেজ, ২১ মে—ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় যে সমস্ত কর্মী উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের কাউকে ছাঁটাই করা হবে না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় ওই সব কর্মীদের অন্যান্য প্রকল্পে বা সংস্থায় নিয়োগ করা যেতে পারে। জাতির উদ্দেশ্যে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প উৎসর্গের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রী বাবু জগজীবন রাম তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে এ কথা ঘোষণা করেন। বাবুজী হিন্দীতে বলেন, ঐতিহাসিক মুহূর্তে আজ ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প উৎসর্গ করা হচ্ছে। এতে শুধু কলকাতা বন্দরই নয়, উপকৃত হবে আসাম, বিহার, ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলিও। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং বাঙলাদেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় জল বণ্টনের এই সমঝোতা সম্ভব হয়েছে। বাবুজী ভারতে সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনের লড়াইয়ে এগিয়ে আসার জন্য যুবকদের আহ্বান জানান। এর পর তিনি সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি করেন, 'আমি জাতির উদ্দেশ্যে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প উৎসর্গ করলাম'। বাঙলাদেশের প্রতিনিধি বি এস আব্বাস বলেন, দুই দেশের লোক খরায় পানির জন্য কষ্ট পাক বা বন্যায় পানিতে ডুবে যাক তা আমরা চাই না। ভারত বন্ধুরাষ্ট্র বলেই এ চুক্তি সম্ভব হয়েছে। দুই দেশ যৌথভাবেই জল বণ্টনের সুব্যবস্থা করবেন। পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বাঙলাদেশের সঙ্গে একসাথে একের পর এক চুক্তি করে যেতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান-মন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী তারবার্তায় তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার, সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী এ বি এ গণি খান চৌধুরী, কুটীর শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহ, সংসদ সদস্যা মায়া রায়, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের রূপকার দেবেশ মুখারজি, পূর্বতন ও বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার নীরেন মুখারজি ও জে এন মণ্ডল এই উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সকলকে ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তরের উপমন্ত্রী কে এন সিং। পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারক-লিপি পেশ করেন স্থানীয় জনস্বার্থ রক্ষা কমিটি।

সম্পাদকীয় :

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি

কালের আবর্তনচক্র পার হইয়া পুনরায় আরো একটি বর্ষ অতিক্রম করিয়া 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ বাষট্টি বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙলা ক্ষুদ্র-সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে ইহা একটি যুগান্তর বলা যাইতে পারে। নানান বাধা-বিপত্তি ও প্রচুর টেকনিক্যাল অসুবিধা সত্ত্বেও কলিকাতা হইতে সুদূরবর্তী এমন একটি ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহর হইতে এই পত্রিকা বর্তমানে তৃতীয় প্রজন্মে পা দিয়াছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যাত্মা দাদাঠাকুরের ন্যায় ও সততার আদর্শই এই পত্রের একমাত্র মূলধন। সেই কারণেই কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, চক্র অথবা সম্প্রদায়ের উমেদারী কিংবা খয়েরখাঁগিরী করা জঙ্গিপুর সংবাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা বিজ্ঞাপনের উদার আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও এই সাপ্তাহিক পত্রের চলার গতি রুদ্ধ হয় নাই। যেখানে অন্যায় অনাচার এবং অন্ধকারের কুৎসিত জীবদের গোপন লীলাবিলাস জঙ্গিপুর সংবাদের নিরপেক্ষ সাংবাদিকের লেখনী তাহারই প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ও সাধারণ মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট দিবা-লোকের মতো প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তাই প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে যেমন শাসকের রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটি ও শাসানী এই পত্রের কণ্ঠরোধ করিতে চাহিয়াছে—বর্তমানেও অসংখ্যবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। যদি বিগত এক বর্ষের ঘটনাগুলির পর্যালোচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের গোপন আঘাত, পুঁজিবাদী মালিকশ্রেণী ও ভ্রষ্টাচারী বেনিয়াগোষ্ঠীর আক্রোশ এবং ক্লীব আমলাতন্ত্রের হুমকি এই পত্রের উপর মুহুর্মুহু বর্ষিত হইয়াছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২২ মে থেকে বাসে নিয়ম-মাফিক কাজ। ২৩ মে থেকে বাসের চাকা অচল

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৯ মে—খবর দু'টো জানা গেল প্রচারিত দু'খানা ইস্তাহার থেকে। জঙ্গিপুর মহকুমা মোটর পরিবহণ কর্মচারী সমিতি প্রচারিত ইস্তাহারে জানিয়েছেন, ১৯৪৮ সালের ভারতীয় ন্যূনতম মজুরি আইনের সর্তে এ বছর ৩ ফেব্রুয়ারী স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে বাস মালিকরা চুয়াত্তর সালের ১ জুলাই থেকে সবাইকে বেতন ও আইনানু-সারে আট ঘণ্টার বেশী কাজ করার জন্য ওভার টাইম ওয়েজ না দেওয়ায় বাস কর্মীরা ২২ মে '৭৫ থেকে নিয়ম মাফিক কাজ করবেন এবং যখন থেকে তাঁদের এই আন্দোলন শুরু হবে, তখন থেকেই তাঁরা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এম এল এ—পুলিশে

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ মে—১৫ মে এই থানার কৃষ্ণশাইলে দুই দলের মধ্যে মারপিটের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এম এল এ হাবিবুর রহমানের সঙ্গে থানার এস আই পতিতপাবন ঘোষের কথা-কাটাকাটি হয়। দাঙ্গা বাধানোর জন্য এস আই এম এল একে দায়ী করলে এম এল এ অপমানিত বোধ করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ মোতাহার হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডাঃ হোসেন নাকি তদন্ত সাপেক্ষে দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি-দানের প্রতিশ্রুতি দেন। নির্ভরযোগ্যসূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই মারামারির ঘটনায় ৮ জন আহত হন, ১৩ জন ধরা পড়েন এবং আহতদের ২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিঁড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

পুরাতনী

আজ বুধবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ সাল। ঠিক বাষট্টি বৎসর পূর্বে এই দিনটিতেই 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আত্ম-প্রকাশ করে। তাহার পর হইতে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াকু মনোভাব লইয়া, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দাদাঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'জঙ্গিপুর সংবাদ' বাষট্টিতম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। এই উপলক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া দাদাঠাকুর লিখিত প্রথম সম্পাদকীয়, যাহা ১৩২১ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ (বুধবার) ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই পুনঃ প্রকাশিত হইল। —সঃ জঃ সঃ

নিবেদন ঃ "ঈশ্বরের কৃপায়, গুরুজনের আশীর্বাদে, কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে ও বন্ধু-বান্ধবগণের সাহায্য ও সহানুভূতিতে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সাধারণ্যে প্রচারিত হইল। সংবাদপত্র পরিচালনা কার্য্য সাধারণতঃই দুরূহ; আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণ ব্যক্তির ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এরূপ গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন করা আরও দুরূহ; কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরের ন্যায় প্রাদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ও ধর্ম্মাধিকরণের অবস্থিতি স্থানে একখানি সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের উদ্যম ও পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আমাদের প্রতি পদে নানা প্রকার দোষ ও ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে তজ্জন্য সজ্জনগণ সমীপে এই প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন এই শিশু সংবাদপত্রের দোষ বাল-স্বভাবের অভিব্যক্তি বিবেচনায় ক্ষমা করেন।

সহরের অনেক সংবাদ মফঃস্বলস্থ ব্যক্তিগণের জানা আবশ্যক। ঐ সকল সংবাদ সময়ে পাইলে তাঁহাদের অনেক ক্ষতি ও অসুবিধা নিবারণ হইতে পারে; কিন্তু সুদূর মফঃস্বল হইতে অর্থব্যয় ও কষ্টভোগ করিয়া এখানে না আসিলে কোনও সংবাদ পাইবার উপায় নাই। এজন্য সহরের স্বাস্থ্য, শস্যাদির বাজার দর ও আদালতঘটিত সংবাদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সংবাদ নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে মফঃস্বলস্থ মহোদয়গণের নিকট যথা সময়ে উপস্থিত হইবে।

দেশের ও দশের উপকার করিবার জন্যই এই সংবাদপত্রের অবতারণা। আমাদের লক্ষ্য সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া আমরা সকল কার্য্য করিব। যাহাতে জলকষ্ট প্রপীড়িত স্থানের জনগণের কষ্টের কথা যথাস্থানে উপস্থিত হয়; সাধারণের যাতায়াতের পথঘাট যাহাতে সুরক্ষিত হয়; যাহাতে লোকশিক্ষার বিস্তার হয়; যাহাতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়; ব্যাধি প্রপীড়িত স্থানের বিপন্ন জনগণের আর্তনাদ যাহাতে সদাশয় কর্তৃপক্ষের গোচরে আইসে; যাহারা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা জানাইতে জানে না এইরূপ শত শত নিরক্ষর নরনারীর করুণ ক্রন্দন যাহাতে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌছায় তজ্জন্য আমরা সদাসর্বদা চেষ্টা করিব। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন। এজন্য ভদ্র মহোদয়গণের নিকট সানুনয় নিবেদন তাঁহারা যেন আমাদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী স্থানের আবশ্যকীয় সংবাদ দানে সাহায্য করিয়া বাধিত করেন।

বৃটিশ রাজত্বে আমরা যে সমুদয় মহৎ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি সংবাদ-পত্রের প্রচার তাহার অন্যতম। যে সকল মহাত্মা এতদুদ্দেশ্যে স্ব স্ব শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন ও করিতেছেন আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের শত শত ধন্যবাদ করিতেছি। এই সকল মহাত্মাগণের অনুগ্রহ ব্যতীত "জঙ্গিপুর সংবাদ"-এর অস্তিত্ব অনুভূত হইত না। যাঁহাদের আনুকূল্যে এই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রখানি জন্ম গ্রহণ করিল তাঁহাদিগকেও শত সহস্র ধন্যবাদ।"

সম্পাদনা : মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আমরা কত অসহায়

গত ১৮ মে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ায় বৈদ্যনাথ দত্তের বাড়ীর সামনে নিমগাছের একটি ডাল ভেঙ্গে বিজলী ওভার হেড তারে পড়ে। ফলে লাইনের তার ছিঁড়ে যায় এবং ফ্লাস মারতে থাকে। ভাড়াটে নারায়ণ দাসের ঘর থেকে তাঁর স্ত্রীর চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি, তাঁর ঘরের বিজলী তার জ্বলছে। যে কোন মুহূর্ত্তে আগুন লাগতে পারে মনে করে আমি তাড়া-তাড়ি বিজলী অফিসে ফোন করি। 'নো রিপলাই' হলে আমি নারায়ণ-বাবুকে অফিসে পাঠাই। তিনি ফিরে এসে জানান, অফিসে তালা বন্ধ আছে, সেখানে কেউ নাই। তখন আমি উমরপুর সাব ষ্টেশনে ফোন করি এবং সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ওখান থেকে মেন লাইন বন্ধ করতে অনুরোধ করি। ওখানে যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি ওপরওয়ালার আদেশ ছাড়া লাইন অফ করতে পারবেন না বলে জানান এবং সেই আদেশ কিভাবে পাওয়া যায় তার কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেন না। টেলিফোন অপারেটার কুণ্ডুবাবুও তাঁর জানাশোনা দু'এক জায়গায় ফোন করেন। কিন্তু কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত অন্য একজন লোক মারফৎ রাস্তা থেকে বিজলী অফিসের জনৈক কর্মীকে ধরে আনিয়ে দেখাই এবং সমস্ত ঘটনা জানাই। ঠিক সেই সময় অর্থাৎ ১টা ৫ মিনিটে কোন লাইনে বিজলী না থাকায় বুঝতে পারি মেন লাইন অফ করা হয়েছে। সেটা কিভাবে হল তা বুঝতে পারিনি, তবে এটুকু বুঝেছি যে এ ধরনের ঘটনায় আমরা কত অসহায়। আগুন লাগলেও করার কিছু ছিল না। বিজলী অফিস কি এমারজেনসী বিভাগে পড়ে না? যদি পড়ে তবে সেখানে সব সময় লোক থাকে না কেন? এই জাতীয় বিপদে শহরেরা কিভাবে উদ্ধার পাবেন? এ ব্যাপারে আমি বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও জঙ্গিপুর পুরসভার কর্ণধার এবং নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —রতন রায়, বাজারপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ।

তিন্ন চোখে ॥

জিয়ন কাঠির জীবনরস

খালি পায়ের হাঁটা দিয়ে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মশাই রস-কষহীন দেহে মনের রসে রসায়িত হয়ে কোলকাতার পথে পথে 'বোতল পুরাণ' আর 'বিদুষক'-এর ফাইল বগলদাবা করে হাঁক মাতেন একেবারে বিশ শতকের শুরুতে। তখনও কোলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা হয়নি। লাল পাগড়ি পাহারাওয়ালার রক্তচক্ষু হুংকার 'বোতল পুরাণ'-এর রসের স্বাদে ঢুলু ঢুলু নেত্রে অমৃতের আস্বাদ নিতো। ঝানু গাঁটকাটা বুরুশকুচি গোঁফওয়ালা দাদাঠাকুরের ট্যাঁক কেটেও নিস্তার পায়নি। রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হবার উপক্রম। জীবনে চলার পথেও 'উইট' আর 'হিউমার'-এর দক্ষ কারিগরের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়নি। 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর জঙ্গি 'এডিটার' লালগোলা মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণের পঁচিশ হাজার টাকার ইনাম বাতিল করেও নিজের 'এইড ইটার' পরিচয়টা মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু কতোটা 'এইড ঈটিং' হয়েছিল জানি না, তবে ব্যঙ্গ আর কৌতুকের উদ্গার তুলে শব্দের 'পান' চিবিয়ে রসিকজনের মন রাঙিয়েছিলেন।

তাই দাদাঠাকুর মহাপুরুষ ছিলেন কিনা বলতে পারবো না, কিন্তু নিঃসন্দেহে মহান্ পুরুষ ছিলেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঐভাবে বলিনি

'ঐক্য চাই' কথাটা আমি ওভাবে কারুর পদতলে নিজেকে আত্ম-সমর্পণের মত করে বলিনি। আপনাদের প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তরে আমি বলেছিলাম, ঐক্য নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে নয়, চরিত্রহীনদের সঙ্গে নয়। দলের স্বার্থে একশোবার ঐক্য চাই। ঝগড়ার প্রশ্নে আমি চাকরি বা পুলিশের অত্যাচার বা ক্ষমতার অপব্যবহার বা একই সঙ্গে শ্রমিক ও ঠিকাদারকে নাচানোর প্রসঙ্গ আনি। এ ক্ষেত্রে যেভাবে সংবাদ ছাপা হয়েছে তা একটা গোষ্ঠীর স্বার্থ চিন্তা করে প্রশ্নোত্তর সেনসর করা হয়েছে। —চিত্ত মুখোপাধ্যায়,
আহ্বায়ক, মুর্শিদাবাদ জেলা
ছাত্রপরিষদ

আমার চোখে জঙ্গিপুর সংবাদ

পরম স্নেহাস্পদেষু

ভাই অনুত্তম,

তোমার 'জঙ্গিপুর সংবাদ' খুব ভালো হচ্ছে। যা সত্য ব'লে বোঝো স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশ করতে দ্বিধা কোরো না। তোমার এ সাহসিকতার পরিচয় পাচ্ছি। তোমার লেখনী চিরশানিত থাকুক—ভগবানের কাছে এ প্রার্থনা করি।

—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি

* * *

যে যুগে বাংলা সংবাদ-পত্রের আবির্ভাব ছিল বাঙ্গালীর সাংস্কৃতির কাল-প্রবাহে কৃষ্ণ-পক্ষের শেষ রাত্রির দীপালী উৎসব দা-ঠাকুরকে সেই যুগের একজন সাংবাদিক বললে হয়তো ভুল বলা হবে না। বিদেশী সরকারের ভূতকে প্রেতলোকে যাবার পথ দেখিয়ে দেবার জন্য সে রাত্রিতে নবযুগের পুরবাসীরা ঘরে ও পথে প্রান্তরে দীপমালা জেলেছিল। সেদিন শুধু টাকা থাকলেই আজকের মত সাংবাদিক হওয়া অথবা সংবাদপত্রের মালিক সেজে বসা যেত না। বুকের পাটা এবং হিম্মৎ দরকার হ'ত। বিপিন পাল, সুরেন বাড়ুজ্জে, অরবিন্দু ঘোষ, ভূপেন দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিতা, কাজী নজরুল এঁরা সকলেই সেই যুগের সাংবাদিক। ১৯১৯ সালের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের নবপর্যায় শুরু হয়। বাংলা সাংবাদিকতায় তখন নূতন জোয়ার এসেছে। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সেই নতুন যুগের ফসলই শুধু নয়—পণ্ডিত শরৎচন্দ্রের এক অভিনব সৃষ্টিও বলা চলে। লোকে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল জঙ্গিপুর সংবাদ এমনই একটি কাগজ যা কাউরিরই মুখ চেয়ে কথা বলে না, বিজ্ঞাপন পাওয়ার জন্য আত্মবিক্রয় করে না এবং দেশবাসী আরও দেখল—কাগজের যিনি সম্পাদক তিনিই কম্পোজিটর এবং তিনিই আবার হকার হয়ে কাগজ বিক্রি করে বেড়াচ্ছেন পথে পথে। মুর্শিদাবাদ জেলায় সংবাদ-পত্র জগতে দা-ঠাকুরের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সে যুগে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদকীয় পড়ার জন্য শুধু জেলারই নয়, জেলার বাইরেও অনেকে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকতেন। কারণ সামাজিক ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তিক্ত মতামত, তীব্র কশাঘাত তাঁর কাগজের মাধ্যমে তিনি চালিয়ে যেতেন। জঙ্গিপুর সংবাদ এবং সেই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে বেঙ্গল গেজেটের প্রতিষ্ঠাতা হিকির কথা মনে হচ্ছে যাঁর সম্বন্ধে জনৈক সাংবাদিক লিখেছিলেন—"Before he will bow, cringe or fawn to any of his oppressor.....he would Compose ballads and them through the streets of Calcutta as Homer did" হেষ্টিংস-ইম্পের মদমত্ত অট্টহাসির মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে স্পর্দ্ধা উন্নত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন তিনি—'ভাঙ্‌বো, তবু মচ্‌কাবো না। রক্তচক্ষুর ভয়ে বিকিয়ে দেবনা আমার স্বাধীনতা।' সেদিনের কোলকাতার ইংরেজ নর-নারী চম্‌কে উঠেছিল তাঁর কথা শুনে। একি উন্মাদ? রাস্তার লোক হয়ে লড়তে চায় গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে! —"হাঁ, তাই।" উত্তর দিয়েছিলেন সেই সাংবাদিক। কাগজে কলমে উত্তর। ভীতি বিহ্বল হয়ে কোলকাতাবাসী পড়ে গেল, তিনি লিখলেন। পাঠক, আজ আমার হারাবার মত জিনিস আছে মাত্র তিনটি। প্রথমঃ আমার কাগজ—আমার সম্মান, দ্বিতীয়ঃ আমার স্বাধীনতা এবং শেষে আমার জীবন। শেষের দুটোকে আমি হেলায় বিসর্জন দিতে পারি প্রথমটির জন্য—আমার কাগজের জন্য।

প্রকৃতপক্ষে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'ও ছিল দা-ঠাকুরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তিনি কোথাও আত্ম-বিক্রয় করেন নি। সব সময়ে মাথা উঁচু করে থেকেছেন, 'যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধুলি আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক'। কোলকাতা মহানগরীর সেই প্রথম সাংবাদিকের মত; তিনিও হয়তো বলতে

—পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পারতেন, তাঁর কাগজের জন্য তিনি তাঁর জীবন পর্য্যন্ত দান করতে প্রস্তুত। কোন রাজা-মহারাজা যেমন তাঁকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করতে পারেন নি, তেমনি বিদেশী সরকারের ভয়েও তিনি লেখনীর স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেন নি।

'জঙ্গিপুর সংবাদ'—আজও সেই ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে বলেই আমার ধারণা। সুতরাং 'পাঠকের চোখে জঙ্গিপুর সংবাদ'—শিরোনামায় কিছু লেখার জন্য যে অনুরোধ জানিয়ে'ছা তার কোন প্রয়োজন ছিল বলে তো আমার মনে হয় না।

গোরাবাজার ; বহরমপুর } —প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

সাংবাদিক সংঘের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ মে—বিগত ১০ মে জঙ্গিপুর মহকুমা সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল সংঘের সভাপতি অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মোল্লার নেতৃত্বে স্থানীয় মহকুমা শাসকের নিকট একটি ডেপুটেশন দেন। তাঁদের দাবি ছিল দুটি : (১) সম্প্রতি স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনের সভায় এস- ডি- ও এন. ভি জগন্নাথন কর্তৃক জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিতের প্রতি অশোভন আচরণের প্রতিকার (২) এস- ডি- পি- ও কর্তৃক সাংবাদিক সত্যনারায়ণ ভকতকে ডাকাতি কেসে জড়ানোর কৈফিয়ৎ ও তদন্ত। এই দু'টি দাবির উত্তরে মহকুমা শাসক সাংবাদিক সংঘকে গত বুধবার উত্তর দেবেন বলেছিলেন। সাংবাদিক সংঘের সভাপতি সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, জেলা শাসককে তিনি ডেপুটেশনের বিষয় জানিয়েছেন। সুতরাং তিনি এ সম্পর্কে কোনো কথা বলতে রাজি নন। অপরদিকে জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ৪ মে তারিখের কার্যকরী সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাংবাদিক সংঘের সভাপতি কমল ব্যানারজি রঘুনাথগঞ্জ গিয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

তুলসীবিহার মেলা

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ মে—অন্যান্য বারের মত এবারও এখানে তুলসীবিহার বাড়ীতে বৃন্দাবনবিহারীর আগমন উপলক্ষে বৈশাখ সংক্রান্তি থেকে সাড়ম্বরে মেলা শুরু হয়েছে। লোডশেডিং-এর উপদ্রবে মেলা ঠিকমত না জমলেও প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক সমাগম ঘটছে। মেলাতে পরশু রাত্রে নাগর-দোলা থেকে পড়ে গিয়ে এক তরুণী গুরুতর জখম হয়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মির্জাপুর থেকে শীতলা পূজা উপলক্ষে শীতলাতলায় অনুষ্ঠিত মেলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

রেল ছিনতাইকারী ধৃত

মির্জাপুর, ১৪ মে—গত সপ্তাহে রেল পুলিশ মনিগ্রামে চারজন রেল ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধরা পড়ার আগে তারা চলন্ত গাড়ীতে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছিল বলে প্রকাশ।

অগ্নিকাণ্ড : গতকাল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গনকরের বৈদ্যনাথ দাসের বাড়ীটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

হেঁসোয় জখম : গত পরশু রাত্রে কে বা কারা গনকরের ইসরাইল দেওয়ানের বাড়ীতে প্রবেশ করে গৃহকর্তার অষ্টাদশী কন্যাকে হেঁসোর আঘাতে মারাত্মক-ভাবে জখম করে। তাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রিভলভারসহ যুবক আটক

অরঙ্গাবাদ : কিছুদিন আগে পুলিশ ৩০ ভরি সোনা চুরির দায়ে রতন চ্যাটারাজি নামে এক যুবককে একটি খেলনা রিভলভারসহ গ্রেপ্তার করে। পরে তার স্বীকারোক্তিমত তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ স্থানীয় একটি সিনেমা হলের পেছনে জলাধারের নীচ থেকে আরও একটি খেলনা রিভলভার ও ৬টি কারতুজসহ একটি আসল রিভলভার উদ্ধার ও আটক করে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'ভুল ক'রোনা পথিক'

—দিলদার

বিসমিল্লাহ্। বাষট্টি বছরের শুরুতে ঝাঁপি খুলি। অনুপস্থিতজনিত ঝাঁপি না খোলার জন্য মাফ চাইছি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। সম্পাদক নবীন এই অনুপস্থিতির সুযোগে আমার। খুশির ঝলক বৈকি! প্রবীণের অবসর শুধু শারীরিক অসহযোগের দৌলতে। তাঁকে বিদায় অভিনন্দন আমার, আর ওই সাথে বহুৎ সেলাম। বাষট্টির নবীন জঙ্গিপুর সংবাদ ও তার নবীন সম্পাদককে বরণ করছি বড্ড দেরীতে মোবারকবাদ জানিয়ে। খোদা মঙ্গল করুন নবীনের, সুমতি দিন সার্থক পথ চলার। বড় বন্ধুর পথ কাগুজে সম্পাদকের। পথে পথে বড্ড বাঁক। কখন যে দুর্ঘটনা ঘটে যায়, খোদাই জানেন। তবুও সাবধানী লোকেরা 'সাবধানের বিনাশ নেই' বলে থাকেন। কথাটি হয়তো পরীক্ষিত।

নির্বাচিত নবীন, দায়িত্ব প্রবীণের। ভুল করলে চলবে না। ব্যক্তিগত ভুল নিজের ক্ষেত্রে, সমালোচনার যোগ্য যদি তাতে সংশোধনের ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু বিদ্রূপ? মারাত্মক ওইখানেই। 'ভুল কোরোনা পথিক, শোন, শোন মিনতি'। ভুলের আনন্দ আছে হয়তো। কেননা কাজ আর ভুল যেন সহযাত্রী। তা হোক।

কর্মসূত্রে বেশ কয়েক সপ্তাহ পশ্চিমমুখী ভায়া উত্তরাপথ ধরে ছিলাম। তাই হে সম্পাদক নবীন! যেন রুচি পরিবর্তনের পরিবর্দ্ধনের পরশমণির ছোঁয়া অনুভব করলাম দাদাঠাকুরের বাষট্টি বছরের নবীন কাগজের দেহে। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু ভাইজান! কিছু যেন অতি'র আঁচ পেলাম। মনে রেখো: 'ঝড়ে পড়ে যাবার আবার ছাগলে মুড়ে খাবার'—পাঠকের দাবি অনন্ত। ফরমায়েশ মাফিক 'খাঁয়েশ' মেটাতে গিয়ে ঝুঁকি ভালো, কিন্তু অযথা বিপদগ্রস্ত হওয়া নাকি বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কোথায় কে, কবে, কি নীতিতে বিশ্বাসী—খোদাই জানেন। তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে। মানুষের তৃষ্ণার বা আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।

দুটি অনুরোধ করছি। সাপ্তাহিক-টিকে একেবারে সাহিত্যমুখী এবং রাজনীতিবিদদের আখড়া না করে তোলার। তবে 'সত্যানন্দ' যে পথ ধরেছেন, সাহিত্যের মরমে সংবাদ বিন্যাস, তা বেশ মনে ধরেছে। তাঁকে আমার সেলাম। আর আধুনিক ধাঁচে রাজনীতিবিদদের শব ব্যবচ্ছেদ-এ আমাদের সাপ্তাহিকের গড়হজম হতে পারে। আড়ালে হয়তো অনেকেই গুড়ুক টানছেন, টানবেনও উস্কিয়ে দিয়ে। আজকালের রকমারি নেতাদের রকমারি ভূমিকার খেই ঠিক পাওয়া যায় না। এখানে এক রকম তো আরেক খানে আরেক রকম। অতএব 'চোখ রাঙানির' গান না শুনে 'হোলি হ্যায়' শোনা ভালো। 'জানহ মানুষ জাতি বড় দাগাদার, নিজে ভাবে এক রকম অন্যে ভাবে আর'। দিলদার একটু রসিয়ে লেখার চেষ্টা করে ব্যঙ্গস্তুতির ধাঁচে। দোষ না গুণ, জানি না। তবে দেখলাম, টাইম ইউ ওলড্ জিপসী ম্যান। ডি, এল, রায়ের শাজাহান নাটকের দিলদারের নজীর টেনে একটি দিলদারের রচনার উপর কটাক্ষ করে সম্পাদকমণ্ডলীতে ঢুকেছেন। তাও ভালো। খুশ খবরের ঝুটাও ভালো। শেষে একটি কথা—দিলদার জঙ্গিপুরবাসী নয়। সময়মত লেখা না পৌঁছুতেও পারে। ডাক বিভাগ আছে তো! খোদা হাফেজ।

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

শিক্ষকের আমরণ অনশন, পুরসভা উদাসীন

নিজস্ব সংবাদদাতা রঘুনাথগঞ্জ: গত ৯ মে থেকে জঙ্গিপুর পুর সভার হাই মাদ্রাসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমরনাথ রায় তাঁর প্রতি পুরসভার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেন। ১১ মে শিক্ষামন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর অনুরোধে ৭৭ ঘণ্টা পরে অমরবাবু অনশন প্রত্যাহার করে নেন। পরদিন অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। একজন শিক্ষকের আমরণ অনশন সত্ত্বেও পুর কর্তৃপক্ষ নীরব থাকায় শিক্ষক মহল বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শিক্ষকদের প্রতি পুর সভার চরম অবহেলার এটি একটি নিদর্শন বলেও অনেকে মন্তব্য করেছেন।

বদলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা: ১৯৭৩ সালের ৩১ মারচ রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষক অরূপকুমার চন্দ্রকে জঙ্গিপুর পুরসভা 'উদ্বৃত্ত' বলে ফতেখাঁ জঙ্গল স্কুলে বদলির আদেশ দেন। সেই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা শুরু হলে তিনি রঘুনাথগঞ্জ স্কুলেই থেকে যান। বহরমপুর আদালতে মামলা চলাকালীন পুরসভা অরূপবাবুকে একই কারণ দেখিয়ে এ বছর ৩১ মারচ আবার ছোটকালিয়া স্কুলে বদলির আদেশ দেন। তিনি এবার উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত পুরসভার সেই আদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন গত ৭ মে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১৯ মে—বছরের প্রথম বর্ষনে গতকাল ভাঙ্গা মিলকি গ্রামে অশনি পতনের ফলে একজন মহিলা মারা যান এবং চারজন সাংঘাতিক-ভাবে জখম হন। ঝড়-বৃষ্টির সময় তাঁরা একটি গাছের নীচে অপেক্ষা করছিলেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাগরদীঘি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শিক্ষক ধর্মঘট

জঙ্গিপুর: কারিগরী বিভাগের ৩ জন শিক্ষকের এপ্রিল মাসের দেয় বেতন দানের দাবিতে জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। ষ্টাফ কাউনসিলে এই মর্মে গৃহীত এক প্রস্তাবের অনুলিপি পরিচালক মণ্ডলীর সম্পাদক ও ডি আই সমীপে পেশ করা হয়।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় রেজেষ্ট্রি অফিসের উত্তরে উচ্চস্থানে তিন কাঠা জমির উপর আপাত-বাসযোগ্য দক্ষিণ খোলা (স্যানিটারী পায়খানা স্নানাগারসহ) একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং বি, ডি, ও অফিসে শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট খোঁজ করুন। শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

বাড়ী ও ডাঙ্গা জমি বিক্রয়

সাগরদীঘির পোপাড়া মৌজায় (সাগরদীঘি বাজারে) ৮৩৯ খতিয়ান, ১৯২৮ দাগের এক শতক জায়গায় নির্মিত ব্যবসা ও বাসোপযোগী দ্বিতল পাকা বাড়ী ও ২৭২ খতিয়ান, ১৯২১ দাগের তিন শতক ব্যবসার উপযুক্ত ডাঙ্গা জমি (বাড়ী সংলগ্ন) বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

শ্রীসরজুপ্রসাদ কেশরী
সাগরদীঘি বাজার
পো: সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)

শিল্প উপযোগী উৎকৃষ্ট ধান্য জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহর হইতে জঙ্গীপুর রোড ষ্টেশন যাওয়ার পাকা রাস্তার সংলগ্ন (চিম্‌নী ইটের ভাটার পাশেই) ১০ দশ বিঘা একই প্লটে অবস্থিত উৎকৃষ্ট ধান্য জমি সুলভে বিক্রয় হইবে। এই জমি বসবাসযোগ্য ও চিম্‌নী ইটের ভাটা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষেও অত্যন্ত উপযোগী অথবা শ্যালো পাম্প বসাইলে বছরে ৩ বার ফসল হইবে।

নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

শ্রীব্রহ্মগোপাল দত্ত
C/o- পূর্ব্বাচল সিনেমা
পো: কাটোয়া, জেলা বর্দ্ধমান
ফোন নং কাটোয়া—২৪

বিড়ির সেরা

অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি

মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেন্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

এস ডি পি ও-র বে-আইনী হস্তক্ষেপে বার এ্যাসোসিয়েশন ক্ষুব্ধ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ মে—গতকাল পুলিশ কোরটের সি এস আই অফিসে এস ডি পি ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং কর্তৃক এ্যাডভোকেট রাজেন্দ্রমোহন দত্তের লাইসেনসপ্রাপ্ত মোহরার মণীন্দ্রনাথ দত্তের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে জঙ্গিপুর ক্রিমিন্যাল কোরট বার এ্যাসোসিয়েশন রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁরা গতকালই জরুরী সভায় মিলিত হয়ে এই মর্মে এক প্রস্তাব নিয়েছেন যে, এস ডি পি ও-র এই বে-আইনী হস্তক্ষেপের বিহিত না হওয়া পর্যন্ত হাজিরা দিতে কোন উকীল এবং উকীলদের মোহরাররা পুলিশ কোরটে যাবেন না। এ ব্যাপারে তাঁরা এস ডি জে এম-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আসামী চালান দেওয়া হয়েছে কিনা তা জানার জন্য যে কোন উকীলের লাইসেনসপ্রাপ্ত মোহরার আইনতঃ পুলিশ কোরটের সি এস আই অফিসে যেতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার মোহরার বলে পরিচয় দেওয়া সত্বেও মণীন্দ্রনাথ দত্তের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে এস ডি পি ও রাজেন্দ্র-প্রসাদ সিং বলেন, 'পুলিশ ছাড়া বাইরের অন্য লোক এখানে আসতে পারবে না।'

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি

[১ম পৃষ্ঠার পর]

ফরাক্কা জেনারেল ম্যানেজারের নোটীশ হইতে শুরু করিয়া শিক্ষা বিভাগের অসৎ আমলার মোকর্দমার ভীতিপ্রদর্শন, স্থানীয় প্রশাসনিক অধিকর্তার চোখ রাঙানী, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের জনৈক উপদলীয় নেতার হুমকিকে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' হেলায় উপেক্ষা করিয়াছে। কারণ আমরা প্রতি-পদক্ষেপেই উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমাদের দাবী—স্থানীয় জাগ্রত সংগ্রামী জনতার দাবী। আমাদের পথ—নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পথ। আমাদের সংগ্রাম—সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম। সুতরাং আমাদের সাথী—স্থানীয় বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবী মানুষ ও মেহনতী জনগণ। তাই জন্মদিনের পবিত্র মুহূর্তে আমরা সোচ্চারে ঘোষণা করিতেছি যে, জঙ্গিপুর সংবাদের মুখর মুখকে মূক করা তো দূরের কথা বরং আমলাতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল-চক্রের আঘাত ইহার জনপ্রিয়তাকে ক্রমাগত বাড়াইয়াই তুলিয়াছে। দিনের পর দিন পাঠক ও গ্রাহকের সংখ্যা বাড়িতেছে। মহকুমার স্বাক্ষর জ্ঞান-সম্পন্ন নাগরিকগণের কাছে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ অতি প্রিয় সাথী। তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনাই আমাদের মূলধন এবং পাথেয়। আগামী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কামনায় এই মুহূর্তে আমাদের অগ্নি শপথ ও প্রতিশ্রুতি : জনতার বাঁচার লড়াই ও সংগ্রামে আমরা সকল সময়ে তাঁহাদের হাতে হাত মিলাইয়া চলিতে প্রস্তুত। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদে প্রগতিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

বাসের চাকা অচল (১ম পৃষ্ঠার পর)

যাত্রীসাধারণকে বাস কোন্ জায়গা পর্যন্ত যাবে বা কোন্ জায়গায় তাঁদের সে দিনের আট ঘণ্টা পূর্ণ হবে সে সম্পর্কে সচেতন করে দেবেন।

অপরদিকে বহরমপুর মহকুমা মোটর পরিবহন কর্মচারী সমিতি প্রচারিত ইস্তাহারে বলেছেন, জীবন ও জীবিকার স্বার্থে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বাস শ্রমিকরা আগামী ২৩ মে '৭৫ ভোর ৫টা থেকে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করবেন। বাসের সঙ্গে ট্রাক মালিকদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য এবং ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার সমস্ত প্রস্তাবকে প্রত্যা-খ্যানের প্রতিবাদে সমিতির সমস্ত ট্রাক শ্রমিকরাও ধর্মঘটের সামিল হবেন। যে মালিকরা দাবি মেনে নেবেন, প্রথম দিন বাদে তাঁদের গাড়ী চলবে।

দাবদাহে মৃত্যু : সাগরদীঘি, ১৪ মে—হড়হড়ি গ্রাম থেকে খয়রাতি সাহায্য বাবদ পাঁচ টাকা নিয়ে ফেরার পথে পোপাড়ার খুতুবান বিবি (৫০) ৭ মে দুপুরে দাবদাহের কোপানলে পড়ে মারা যান।

জিয়ন কাঠির জীবনরস

[২য় পৃষ্ঠার পর]

সুতরাং জন্মদিনের পবিত্র আনন্দলগ্নে মৃত্যুর অমৃতসুধা পান করে জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় ব্যক্ত করেছিলেন। এবং তস্য জাতক 'জঙ্গিপুর সংবাদ' বাষট্টির বাণপ্রস্থে পা দিয়েও যৌবনের অনুত্তম জয়ধ্বজা তুলে ক্রান্তিকালের মুখে মুখ রেখে জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছে। নিউজপ্রিনট্ আর লোড-শেডিং-এর ক্রাইসিসে নাভিশ্বাস এলেও শ্বাস তো বেরোয়নি। অতএব জীবন কাঠির 'জীবন রস' যতোদিন থাকছে জঙ্গিপুরজন 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

—সত্যানন্দ।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া
বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ২৬

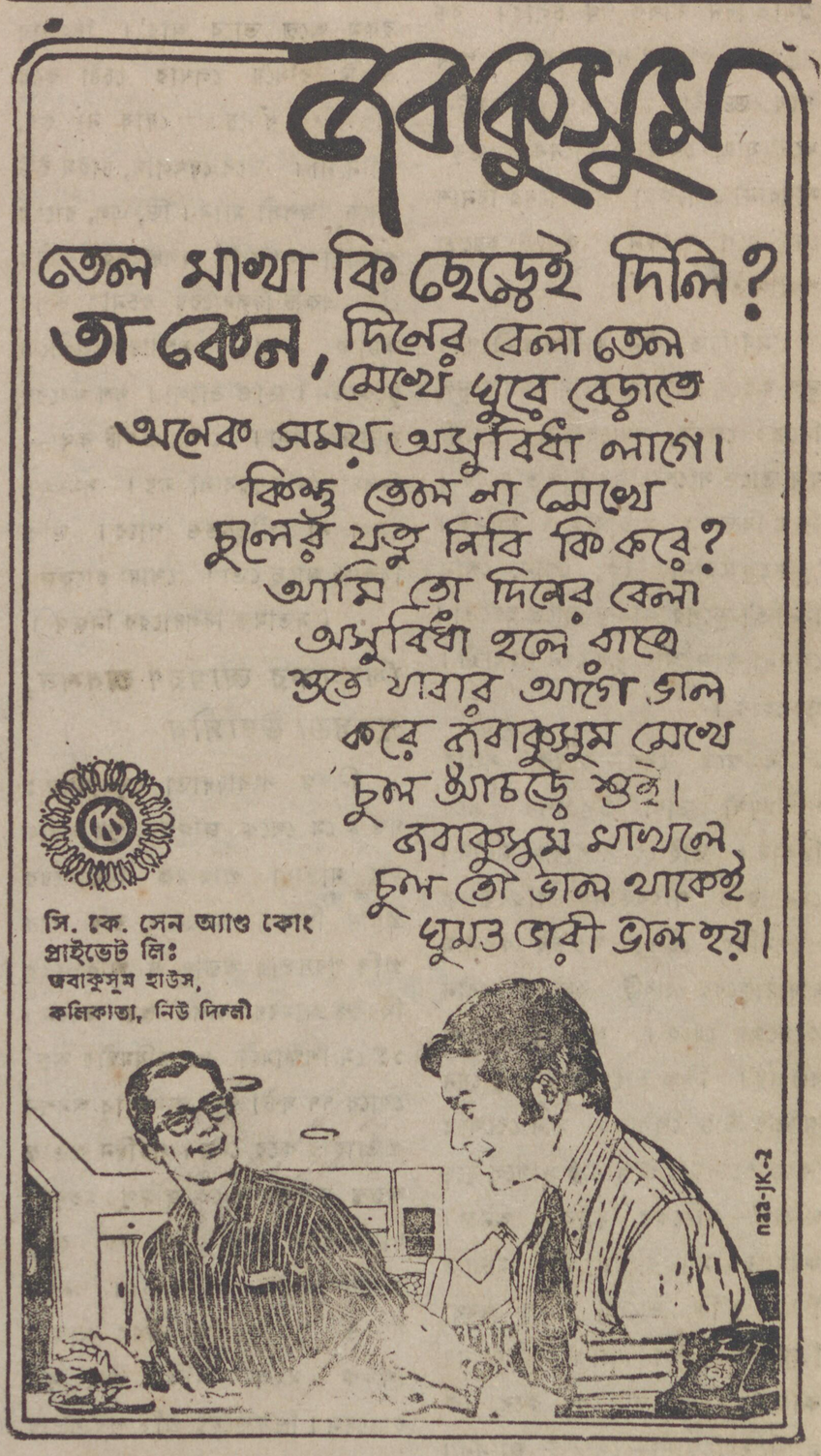

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭
—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—
★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি
বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ
পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)